মডিউল - ৪

বিষয়ঃ ছন্দের স্বরূপ ও বৈশিস্ট্য

মিলন মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ
এস.আর.ফতেপুরিয়া কলেজ,বেলডাঙ্গা।

বি এ অনার্স ও জেনারেল প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যয় জানা দরকার ছন্দ কী? ছন্দ আমরা কেন পড়বো ?এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ছন্দ বাংলা কাব্যের ভাষাকে সচল করে,গতিদেয়,প্রানচঞ্চল করে তোলে। মানুষের মনের আবেগ ভাষা ও ছন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকে স্পন্দিত ও রসঘন করে তোলে ।বিশেষ করে কবিতার ভাব ও গতি বোঝার জন্য ছন্দ জানা ও পড়া ভীষণ জরুরি।বাংলা গদ্য ও পদ্য পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে ছন্দের কারণে ।গদ্য-পদ্যের সোন্দরয্য-মাধুরয্য সৃষ্টি করে ছন্দ। তাই ছন্দ পড়া ও জানা দুই - ই দরকার। যে কোন কবিতা পড়া ও বলার জন্য ছন্দের তাল ও লয়টি পাঠক কে জানতে হবে।ছন্দ কবিতার বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে,কবিতাকে উৎকর্ষের চরম সীমায় পোঁছে দেয়।ছন্দ তাই কবিতার ভূষণ,কবিতের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক ঘনিস্ট।তাই যে বাক্যের শ্রুতিধ্বনির সঙ্গে অর্থ ধ্বনি সুসামঞ্জস্য হয় ,তার ছন্দ অত্যন্ত সরস ও সুন্দর হয়।

সাধারণ ভাবে ছন্দ বলতে আমরা বুঝি ‘কাব্যের রসঘন ও শ্রুতি মধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনি বিন্যাসের ফলে যে সোন্দরয্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে।ছন্দ সমস্ত কাব্য শিল্পের শ্রুতি গ্রাহ্য ধ্বনি সোন্দরয্য।

<u>ছন্দের উপকরণঃ</u> (১) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিঃ যে ধ্বনি বাগযন্ত্র থেকে নিঃসরনের সময় বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়। যেমন - অ ,আ, ই ,ঈ ।

স্বরধ্বনি দুই প্রকার- যথা (ক) মৌলিক স্বরধ্বনি -অ,আ,ই,ঈ,উ,ঊ। (খ) যৌগিক স্বরধ্বনি -ঐ , ঐ। মৌলিক স্বরধ্বনির সহযোগে বা মিলনে যে যুক্ত ধ্বনির সৃষ্টি হয় , তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। ঐ (অ+ই ,ও+ই),ঔ(অ+উ ,ও +উ)।

(২) <u>অক্ষরঃ</u> বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে হ্রস্বতম অংশ উচ্চারিত হয় ,তাহাকে অক্ষর বা দল বলে। একটি অক্ষরের মধ্যে একটি মৌলিক বা যৌগিক স্বরধ্বনি থাকে, তাহার বেশী স্বরধ্বনি থাকতে পারে না। আজ কোনো কাজ নয় -এখানে ‘আজ’ (আ+জ) শব্দের একটি স্বরধ্বনি (‘আ’) সঙ্গে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (‘জ’) আছে। তাই একটি অক্ষর ।দ্রষ্টব্য , স্বরধ্বনিটির পরে ব্যঞ্জনধ্বনিটির অবস্থান।

যে অক্ষরে শুধু স্বরধ্বনি থাকে বা যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে , তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে।উদাহরন – এলো –(এ)+(লে+ও)। এখানে প্রথম অক্ষরটি একটি স্বরধ্বনি লইয়া গঠিত এবং দ্বিতীয় অক্ষরটিতেও একটি ব্যঞ্জনের শেষে একটি স্বরধ্বনি আছে। সুতারাং অক্ষর দুইটি স্বরান্ত ।

যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাহাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। উদাহরন-গাছ –(গ+আ+ছ) এই অক্ষরটির শেষে ‘ছ’ ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। সুতারাং ইহা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

(৩) ছেদ ও যতিঃ কোন বাক্য পড়িবার সময় তাহার সমগ্র বা আংশিক অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনি-প্রবাহে যে উচ্চারন-বিরতি আবশ্যক হয়, তাহাই ছেদ বা অর্থ-যতি। উদাহরন- " আমরা আরম্ভ করি,*শেষ করি না; x আড়ম্বর করি,*কাজ করি না।"

কোন বাক্য পড়িবার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য সুপরিকল্পিত কালান্তরে যে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যক হয় তাহাকে যতি বা ছন্দ-যতি বলে। শ্বাসগ্রহণের জন্য যে বিরতির প্রয়োজন হয় তাহা সুপরিকল্পিত কালান্তরে বিন্যস্ত হইলে তাহাকে শ্বাস-যতি না বলিয়া ছন্দ-যতি বলাই সঙ্গত; কারণ ছন্দের খাতিরেই শ্বাস-যতি বাক্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, অর্থ-যতি বা ছেদ বাক্যকে অর্থ অনুযায়ী এবং ছন্দ-যতি বাক্যকে সুপরিকল্পিত ছক অনুযায়ী বিভক্ত করে। মনে রাখিতে হইবে ,ছন্দঃশাস্ত্রের আলোচনায় ছন্দ-যতিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ।যেমন-

সাতকোটি সন্তানেরে, / হে মুগ্ধ জননী।।

রেখেছ বাঙালী করে, / মানুষ করনি।। ------ রবীন্দ্রনাথ

বাক্যের উচ্চারন- কালে শ্বাস গ্রহণের জন্য যে অল্পক্ষণ বিরতির প্রয়োজন হয় তাহাকে হ্রস্ব-যতি বলে এবং যে বেশীক্ষণ বিরতির প্রয়োজন হয় তাহাকে পূর্ণ-যতি বলে। এই দুইয়ের মাঝামাঝি আর একটি যতি আছে ,তাহাকে মধ্য-যতি বলে।

(৪) পর্ব ও পর্বাঙ্গঃ হ্রস্ব- যতির দ্বারা নির্দিষ্ট খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব বলে। যেমন- রাত পোহাল / ফর্সা হল / ফুটল কত ফুল। ।। 'রাত পোহাল' , 'ফর্সা হল', 'ফুটল কত' , 'ফুল',--- এই গুলি একএকটি পর্ব।

কবিতা পাঠকালে তার প্রতিটি পর্বে কণ্ঠস্বরের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে , যাতে পর্বে যে দুটি বা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অস্পষ্ট অনুভূত হয়, তাদের এক একটি পর্বাঙ্গ বলে। যেমন --- রাতপো । হাল । ফুটল । কত / ফুল । ।। এখানে ১ম পর্ব – 'রাত পোহাল' পড়ছি 'রাতপো' , 'হাল'। 'রাতপো' বলেই কণ্ঠস্বর হ্রাস পাচ্ছে। তাই 'রাতপো' পর্বের একটি অংগ।

পর্ব তিন প্রকার ---(১) পূর্ণ পর্ব (২) প্রান্তিক পর্ব (৩) অতি পর্ব।

(৫) মাত্রাঃ – একটি অক্ষর বা দল উচ্চারণে যে সময়ের প্রয়োজন হয় , তাহাকে মাত্রা বা কলা বলে।

(৬) শ্বাসাঘাতঃ – কোন কোন চরণের এক একটি পর্বে আদি অক্ষরের উপর যে সুস্পষ্ট জোর বা বল দেওয়া হয়, তাহাকে শ্বাসাঘাত বলে।

(৭) লয়ঃ- কবিতা পাঠকালে পঠনের গতিভঙ্গি হইতে যে সুরের সৃষ্টি হয় , তাহাকে লয় বলে ।

(৮) পদ ও চরণঃ- মধ্য –যতির দ্বারা বিছিন্ন ও পর্ব হইতে বৃহত্তর বাক্যাংশকে পদ বলে।

পূর্ণ যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রবাহকে চরণ বলে। চরণমাত্রই এক বা একাধিক পর্ব থাকে।

(৯) স্তবকঃ- কবিতায় চরণগুচ্ছ লইয়া যে সুশৃঙ্খল ছন্দগ্রন্থি রচিত হয়, তাহাকে স্তবক বলে।

(১০) মিলঃ- একাধিক পর্ব বা পদ বা চরণের অন্তিম ধ্বনিসাম্যকে মিল বলে।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- (১) ছন্দ বলতে কি বোঝ ? ছন্দের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো ?

(২)ছন্দের সংজ্ঞা দাও। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা কি?

সহায়ক গ্রন্থঃ- (১) বাঙলা ছন্দ-জীবেন্দ্র সিংহরায়।

(২) বাংলা ছন্দঃ রূপ ও রীতি।